তারিখ ... 04 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ১৯ ... কলাম ... ৫

কুয়েটে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ, আহত ১০

■ খুলনা ব্যুরো

হল কমিটি নিয়ে বিরোধের জের ধরে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ হয়েছে। গত রোববার রাত সাড়ে ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত চলা সংঘর্ষে কমিটির বিরোধিতাকারী ১০ নেতাকর্মীকে কুপিয়ে জখম করা হয়। তাদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সংঘর্ষের পর গতকাল সোমবার কুয়েটে ছিল থমথমে অবস্থা। অধিকাংশ ক্লাস হয়নি। ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এ ঘটনায় কুয়েট ছাত্রলীগের সভাপতি সাফায়ত হোসেন নয়ন, সাধারণ সম্পাদক আলী ইমতিয়াজ সোহানসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার জমা দিয়েছেন আহত ছাত্রলীগ নেতা মুন্সি আশিকুজ্জামান কমল। তাদের দায়ী করে খুলনা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনও করা হয়েছে। সেখানে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানান, কুয়েটে সদ্য ঘোষিত হল কমিটি নিয়ে কয়েক দিন ধরে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। রোববার রাতে বঙ্গবন্ধু হলের ডাইনিংয়ে কমিটি নিয়ে কথা কাটাকাটির জের ধরে দুই গ্রুপের কর্মীরা হাতাহাতি ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় বহিরাগত দুটি গ্রুপ তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সংঘর্ষে ১০ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র কুয়েট ছাত্রলীগের সহসম্পাদক মুন্সি আশিকুজ্জামান কমল, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ও প্রধানমন্ত্রীর এপিএস সাইফুজ্জামান শেখরের ভাগ্নে মাহির মুন্সিকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খানজাহান আলী থানার ওসি মো. আশরাফ হোসেন সমকালকে বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় একাংশ একটি এজাহার জমা দিয়েছে। বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে। পরিস্থিতি এখন শান্ত ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলন : সংঘর্ষের পর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল দুপুরে খুলনা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে ছাত্রলীগের একাংশের অভিযোগ, বহিষ্কৃত ও বিতর্কিতদের দিয়ে কমিটি গঠনের প্রতিবাদ করায় তাদের ওপর হামলা করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা এস এম ফিরোজ ইসলাম, নূর এ জিমি রাজ, মাহবুবুল ইসলাম, কে এম ইকবাল, আমিনুল ইসলাম বুলবুল, নাবিউল হক রাকিন প্রমুখ।